৮. বিশেষ

যা কোন কিছুকে বিশিষ্ট করে, অর্থাৎ, অন্যের থেকে ব্যাবৃত্ত করে, তাকেই সাধারণতঃ বিশেষ বলা হয়। কোন পদার্থের ভেদক ধর্মই তার বিশেষ। ঘটে আছে যে ঘটত্ব ধর্ম, তা ঘটটির বিশেষ; কারণ, এই ধর্ম ঘটটিকে পট ইত্যাদি থেকে ব্যাবৃত্ত করে। আবার একটি লাল ঘটের লাল রং তার বিশেষ; কারণ, এই রংটি লাল ঘটটিকে শ্যামঘট থেকে ব্যাবৃত্ত করে। যদি দুটি ঘটই লাল হয়, তাহ'লে তাদের ব্যাবর্ত্তক বা ভেদক ধর্ম হবে, তাদের অবয়বগুলি। এই ঘটটির অবয়ব যে-দুটি কপাল, তা ওই ঘটটির অবয়ব যে-দুটি কপাল, তার থেকে ভিন্ন। কাজেই অবয়বগুলিই এখানে ভেদক ধর্ম।

কিন্তু সপ্ত পদার্থের অন্যতম যে বিশেষ পদার্থ, তা এরকম সাধারণ ভেদক ধর্ম নয়। এই বিশেষকে বলা হয় 'অন্ত্য বিশেষ'। 'অন্ত্য' কথাটি সাধারণতঃ শেষ বা চরম অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্ত্য-বিশেষ অর্থ চরম বিশেষ বা চরম ব্যাবর্ত্তক ধর্ম। চরম ব্যাবর্ত্তক ধর্ম বল্‌তে আমরা তাকেই বুঝি, যা অন্য ব্যাবর্ত্তক ধর্মকে অপেক্ষা ক'রে পদার্থান্তর থেকে ব্যাবর্ত্তিত হয়না।

---

(১) সত্তা পরা জাতি, কারণ, অন্য সকল জাতি সত্তার ব্যাপ্য। জাতি থাকে দ্রব্য, গুণ ও কর্মে। এখন, সকল দ্রব্য, সকল গুণ ও সকল কর্ম পদার্থেই সত্তা থাকে। কাজেই দ্রব্য, গুণ ও কর্মে অন্য যে জাতিই থাকুক না কেন, তা সত্তার ব্যাপ্য হবে। সত্তার ব্যাপক কোন জাতি নেই, কারণ, সকল দ্রব্য, সকল গুণ ও সকল কর্মে সত্তা ছাড়া অন্য কোন জাতি থাকেনা।

(২) দ্রব্যত্ব, ঘটত্ব ইত্যাদি জাতি অপরা জাতি। দ্রব্যত্ব সত্তার ব্যাপ্য জাতি। ঘটত্ব পৃথিবীত্ব, দ্রব্যত্ব ইত্যাদির ব্যাপ্য জাতি।

Scanned with CamScanner

এই অন্ত্যবিশেষ পদার্থ সর্বদাই ব্যাবৃত্তবুদ্ধি বা ভেদবুদ্ধির জনক হয়, কিন্তু অনুগত বুদ্ধির জনক হয়না। আমরা দেখেছি যে, জাতি, গুণ প্রভৃতি পদার্থও ভেদক ধর্ম বা বিশেষ হয়, কিন্তু এরা যেমন ব্যাবৃত্তবুদ্ধির জনক হয়, তেমনই অনুগত বুদ্ধিরও জনক হয়। ঘটত্ব ঘটকে পট থেকে ব্যাবৃত্ত করে; সঙ্গে সঙ্গে 'এটা ঘট', 'এটাও ঘট', এই আকারে অনুগত বুদ্ধিও উৎপন্ন করে; লাল রংটি লাল ঘটটিকে শ্যামঘট থেকে ব্যাবৃত্ত করে; সবার বিভিন্ন লাল পদার্থে 'লাল', 'লাল' ব'লে অনুগত বুদ্ধিও উৎপন্ন করে।[১] কিন্তু অন্ত্যবিশেষ শুধু ভেদবুদ্ধিরই জনক হয়।

দেখা যাক্ এই রকম অন্তিম 'বিশেষ' মানার সপক্ষে যুক্তি কি। একটি ঘটের সঙ্গে একটি পটের ভেদ আমাদের সাধারণ উপলব্ধির বিষয়। এখানে ভেদক ধর্মটি কি? আমরা ব'লে এসেছি ঘটটির ঘটত্ব ধর্ম এই ভেদ-বুদ্ধির জনক। আবার দুটি ঘটের ভেদ-বুদ্ধির জনক কোন্ ধর্ম? তা ঘটত্ব হ'তে পারেনা; কারণ ঘটত্ব তো দুটি ঘটেই আছে। যদি একটি ঘটের গুণ অন্য-ঘটটির গুণ থেকে অন্যরকমের হয়, তাহ'লে এই গুণই তাদের ভেদবুদ্ধির জনক ব'লে স্বীকৃত হ'তে পারে। কিন্তু দুটি ঘটই যদি একই রকম গুণ-বিশিষ্ট হয়, তাহ'লে তাদের ভেদক ধর্ম কি হবে? বলা যেতে পারে, দুটি ঘট একই রকমের গুণ থাকলেও, যেমন দুটি ঘটই লাল হ'লেও, প্রথম ঘট-ব্যক্তির গুণ দ্বিতীয় ঘট-ব্যক্তিতে থাকেনা, অর্থাৎ, এই ঘটটির লাল রং আর ঐ ঘটটির লাল রং অভিন্ন নয়। সুতরাং ঐ লাল রংই তো ভেদক ধর্ম হ'তে পারে। কিন্তু, এই লাল রংকে ঐ লাল রং থেকে আলাদা করব কি করে? দুইয়ের মধ্যেই লালত্ব জাতি উপস্থিত। লাল রং এর আশ্রয় ঘট-ব্যক্তিকে ধ'রেই এই পার্থক্য করা সম্ভব। সে অবস্থায় ঐ লাল রং আবার ঘট দুটির ভেদক ধর্ম রূপে গণ্য হ'তে পারেনা। অতএব ঘট দুটিকে ভিন্ন ব'লতে হবে, তাদের অবয়বের ভিন্নতার জন্য। এই ঘটের অবয়বগুলি ঐ ঘটের অবয়ব নয়। এই-ভাবে অবয়বের ভেদই এই রকম ক্ষেত্রে অবয়বী-দ্রব্যের ভেদ সিদ্ধ করে। আবার ঐ অবয়বগুলি নিজেরা অবয়বী; তাদেরও অবয়ব আছে। সেই অবয়বের ভেদের দ্বারা ঐ অবয়বীর ভেদ সিদ্ধ হয়। তবু, এইভাবে অগ্রসর হ'তে হ'তে, যখন অন্তিম অবয়ব পরমাণুতে পৌঁছাব, তখন দুটি পরমাণুর ভেদক ধর্ম

---

(১) লাল রং গুণ-পদার্থ। এক দ্রব্যের গুণ অন্য দ্রব্যের গুণের সজাতীয় লাল রং অনুগত প্রতীতি

Scanned with CamScanner

কি হবে ? ঘটের অবয়ব বিশ্লেষণ করতে করতে আমরা পরমাণুতে পৌঁছেছি। অতএব দুটি পরমাণুই ক্ষিতির পরমাণু। দুটি ক্ষিতির পরমাণুর ভেদক ধর্ম কি হবে ? দুটি ক্ষিতির পরমাণুতেই ক্ষিতিত্ব জাতি আছে, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ গুণ আছে। কোন অবয়ব না থাকায়, অবয়বও এখানে ভেদক ধর্ম হ'তে পারেনা।

কেউ বল্‌তে পারেন ঃ এই পরমাণুটির যে গুণ, তা ঐ পরমাণুটির গুণের সজাতীয় হ'লেও, অভিন্ন নয়। অতএব গুণের দ্বারাই তো দুটি পরমাণুর ভেদ সাধিত হ'তে পারে। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, এ আপত্তি যুক্তিযুক্ত নয়। দুটি সজাতীয় পরমাণুর গুণ ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, একথা ঠিক। তবু এই গুণ দুটি সজাতীয় পরমাণু-ব্যক্তির ভেদক হ'তে পারেনা। প্রত্যেকটি গুণই জাতি-বিশিষ্ট। সজাতীয় পরমাণুর গুণগুলিও সজাতীয়। কাজেই একটি পরমাণুর গুণ সজাতীয় অন্য পরমাণুর গুণ থেকে ভিন্ন ব'লে গৃহীত হবে কি করে ? ঐ গুণের আশ্রয় ব্যক্তি-পরমাণুগুলির ভিন্নতাই এই ভেদের সাধক হ'তে পারে। সেক্ষেত্রে গুণগুলির দ্বারা আর ঐ পরমাণুগুলির ভেদ সাধিত হ'তে পারেনা। পরমাণুগুলির অন্য কোন ভেদক ধর্ম চাই। ন্যায়-বৈশেষিক বলেন, প্রত্যেক পরমাণুতে বিশেষ ব'লে একটি পদার্থ আছে, যা তাকে অন্যান্য সজাতীয় পরমাণু থেকে বিশিষ্ট করে। একেই বলে অন্ত্য-বিশেষ।

কাজেই বিশেষ পদার্থ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ না হ'লেও, অনুমানের দ্বারা তা প্রমাণিত হ'য়ে থাকে। দুটি সজাতীয় পরমাণুর ব্যক্তিগত ভেদ বা ব্যাবৃত্তি বিশেষ পদার্থের কল্পনা ব্যতীত অনুপপন্ন। কাজেই বিশেষ পদার্থ স্বীকার্য্য।

কেউ বল্‌তে পারেন ঃ দুটি সজাতীয় পরমাণুরও তো অন্যোন্যাভাব[1] আছে; প্রত্যেকটির পৃথক্‌ত্ব গুণও আছে। তারাই তো এই ভেদক ধর্ম হ'তে পারে। বিশেষ পদার্থ স্বীকার করার কি দরকার ? ন্যায়-বৈশেষিকগণ উত্তরে বলেন, বৈধর্ম্য সিদ্ধ না হ'লে দুটি পদার্থের অন্যোন্যাভাব সিদ্ধ হয়না; পৃথক্‌ত্বও সিদ্ধ হয়না। দুটি সজাতীয় পরমাণুর বৈধর্ম্য কি হবে ? কাজেই অন্যোন্যাভাব বা পৃথক্‌ত্ব দুটি সজাতীয় পরমাণুর ভেদ-বুদ্ধির জনক হ'তে পারেনা।

---

(১) শেষ পরিচ্ছেদে আমরা "অভাব" সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সেখানে অন্যোন্যাভাব কাকে বলে, তা বলা হ'য়েছে।

Scanned with CamScanner

এই বিশেষ পদার্থ শুধু যে প্রত্যেক পরমাণুতে আছে, তাই নয়। প্রত্যেক নিত্য দ্রব্যেই একটি ক'রে বিশেষ আছে। বদ্ধ আত্মা তার নিজস্ব সুখ, দুঃখের দ্বারা অন্য আত্মা থেকে বিশিষ্ট হ'তে পারে। আমার সুখ, দুঃখ ইত্যাদি তোমার সুখ, দুঃখ নয়। কাজেই এই সুখ, দুঃখই বদ্ধ আত্মার ভেদক ধর্ম। কিন্তু সকল মুক্ত আত্মা সমান গুণ-বিশিষ্ট, আর একই আত্মত্ব জাতি বিশিষ্ট। তাদের ভেদ-বুদ্ধির জনক হবে কোন্ ধর্ম? অতএব প্রত্যেক আত্মায় একটি ক'রে বিশেষ স্বীকার করতে হবে।

মন নামক দ্রব্যও অসংখ্য এবং সমান ধর্ম বিশিষ্ট। তাদের পরস্পরের ভেদ যোগীদের প্রত্যক্ষের বিষয়ও হয়। এই জন্য প্রত্যেক মনে একটি ক'রে বিশেষ মানা হ'য়েছে।

দিক্, কাল ও আকাশ নামক নিত্য দ্রব্য অবশ্য সংখ্যায় বহু নয়। তবু, দিক্ কাল ও আকাশেও একটি ক'রে বিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করা হ'য়েছে। দিক্ ও কাল কোন জাতি-বিশিষ্ট নয়; এই দুই দ্রব্যেরই শুধু সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ, এই সামান্য গুণগুলি আছে, কোন বিশেষ গুণ নেই। তাহ'লে কোন্ ধর্ম দিক্‌কে কাল থেকে বিশিষ্ট করবে? এই জন্যই ন্যায়-বৈশেষিক দিক্ ও কালেও একটি ক'রে ভেদক ধর্ম স্বীকার ক'রেছেন। দিক্ দ্রব্যে সমবেত বিশেষ তার ভেদক ধর্ম; কাল দ্রব্যে সমবেত বিশেষ তার ভেদক ধর্ম।

আকাশকে শব্দের সমবায়িকারণ বলা হয়। কারণ সম্বন্ধে যখন আমরা আলোচনা করেছি, তখন দেখেছি যে, কোন কারণ-পদার্থ একটি বিশেষ ধর্ম-বশতঃই কারণ রূপে কাজ করতে পারে। এই ধর্মকে বলে, কারণতার অব-চ্ছেদক ধর্ম। আকাশ শব্দের সমবায়িকারণ। সেই কারণতার অবচ্ছেদক ধর্মটি কি? আকাশে যে-সব গুণ সর্বদা থাকে, তাদের একটিকে যদি অবচ্ছেদক ধর্ম বলি, তাহ'লে প্রশ্ন হবে ঃ কোন্ গুণটিকে অবচ্ছেদক ধর্ম ব'লে বেছে নেব? অন্যগুলিকে বাদ দিয়ে একটিকে বেছে নেবার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। সেক্ষেত্রে হয় সবগুলি ধর্মকেই এই কারণতার অবচ্ছেদক ব'লে মানতে হয়, নাহয় একটিকেও অবচ্ছেদক ব'লে মানা চলেনা। সবগুলিকে অবচ্ছেদক ধর্ম ব'লে স্বীকার করলে গৌরব দোষ হয়। আর ঐ গুণগুলির একটিকেও যদি অবচ্ছেদক ব'লে না মানি, তাহ'লে তাদের অতিরিক্ত একটি ধর্মকে ঐ কারণতার অবচ্ছেদক ব'লে স্বীকার করতে হবে। এই জনাই আকাশে বিশেষ ব'লে একটি ধর্ম স্বীকার করা হ'য়েছে এবং এই বিশেষকেই আকাশে যে শব্দের সমবায়িকারণতা আছে, তার অবচ্ছেদক ধর্ম বলা হয়।

অসংখ্য নিত্য দ্রব্যে এই যে অসংখ্য বিশেষ পদার্থ ভেদক ধর্ম রূপে

Scanned with CamScanner

বিদ্যমান, তারাও কিন্তু পরস্পর থেকে ভিন্ন। কিন্তু দুটি বিশেষের পারস্পরিক ভেদ উপপন্ন করার জন্য বিশেষে আর বিশেষ স্বীকার করা হয়না। করলে, অনবস্থা দোষ হ'ত। বিশেষগুলি যদি তাদের স্বগত ভেদের জন্য অন্য বিশেষের অপেক্ষা করত, তাহ'লে সেই বিশেষগুলিও আবার তাদের স্বগত ভেদের জন্য অন্য বিশেষের অপেক্ষা ক'রত। এইভাবে অনবস্থা দোষ দেখা দিত। এই জন্যই ন্যায়-বৈশেষিক বলেন, বিশেষ স্বতোব্যাবর্ত্তক অর্থাৎ নিজের স্বরূপ বশতঃই অন্যান্য সকল পদার্থ থেকে ভিন্ন। বিশেষ নিজেই নিজেকে ব্যাবর্ত্তিত করে ব'লে, অর্থাৎ অন্য বিশেষ বা অন্য ধর্মকে অপেক্ষা ক'রে পদার্থান্তর থেকে ব্যাবর্ত্তিত হয়না ব'লেই তো একে অন্ত্য-বিশেষ বলা হয়।

বিভিন্ন বিশেষে বিশেষত্ব ব'লে কোন জাতি নেই।[১] থাকলে, বিশেষ স্বতো ব্যাবর্ত্তক হ'তে পারতনা। ঐ জাতির দ্বারাই তার বিজাতীয় ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হ'ত। সমান ধর্ম নেই ব'লেই প্রত্যেকটি বিশেষ অনুপম (**unique**) পদার্থ। যা অনুপম, তা স্বতোব্যাবর্ত্তক।

বিশেষ নিত্য দ্রব্যে সমবায়[২] সম্বন্ধে থাকে। বিশেষের আশ্রয় দ্রব্যগুলি যেমন নিত্য, বিশেষ নিজেও তেমনই নিত্য। নিত্য দ্রব্য ছাড়া, ঘট, পট ইত্যাদি অনিত্য দ্রব্যে বিশেষ স্বীকার করা হয়নি, কারণ, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও অবয়বের ভেদের দ্বারাই তাদের ভেদ-বুদ্ধি সিদ্ধ হ'তে পারে।

৯

সমবায়

সমবায় এক রকমের সম্বন্ধ। সম্বন্ধ কাকে বলে ? যার দ্বারা দুটি ভিন্ন পদার্থের মিলন হয়, সাধারণতঃ তাকেই বলে সম্বন্ধ।[৩] সম্বন্ধ থাকার ফলে যে-দুটি বস্তু সম্বদ্ধ বা মিলিত হয়, তারা বিশেষ্য-বিশেষণ রূপে প্রতিভাত হ'য়ে বিশিষ্ট বুদ্ধির জনক হয়। যেমন, টেবিল ও বাদামী রং, দুটি ভিন্ন

---

(১) 'সামান্য' পদার্থ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হ'য়েছে তাতে জাতি-বাধক সম্বন্ধে বিচার আছে। বিশেষগুলিতে বিশেষত্ব ব'লে জাতি স্বীকার করলে কি দোষ হয়, তা সেখানে বলা হ'য়েছে।

(২) এর পরের পরিচ্ছেদেই আমরা সমবায় সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছি।

(৩) অবশ্য ন্যায়-বৈশেষিকগণ 'তাদাত্ম্য' ব'লে যে সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন, তা দুটি ভিন্ন পদার্থকে সম্বন্ধ করেনা। তাদাত্ম্য সম্বন্ধ হ'চ্ছে প্রত্যেক বস্তুর তার নিজের সঙ্গে সম্বন্ধ। যেমন আমরা বলতে পারি : ঘটটি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ঘটটিতে

Scanned with CamScanner

পদার্থ। টেবিলটি দ্রব্য পদার্থ, বাদামী রং গুণ পদার্থ। কোন সম্বন্ধের দ্বারা এরা মিলিত বা সম্বন্ধ হ'য়েছে। এইভাবে সম্বন্ধ হবার ফলে টেবিলটি বিশেষ্য এবং বাদামী রং তার বিশেষণ রূপে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হ'য়েছে, অর্থাৎ "বাদামী টেবিল"—এই আকারের বিশিষ্ট বুদ্ধি উৎপন্ন হ'য়েছে।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, এই সম্বন্ধ নানা রকমের। যেমন, ভূতলের সঙ্গে ঘটের সম্বন্ধ, যার ফলে "ঘটবৎভূতল", এই জ্ঞান হয়; বস্ত্রের সঙ্গে তার লাল রং এর সম্বন্ধ, যার ফলে "লাল বস্ত্র" এই রকমের জ্ঞান হয়; মস্তকের সঙ্গে কেশের অভাবের সম্বন্ধ, যার ফলে জ্ঞান হয়, "কেশহীন মস্তক"; ধনের সঙ্গে দেবদত্তের সম্বন্ধ, যার ফলে "ধনবান দেবদত্ত", এই রকম জ্ঞান হয়; রামের সঙ্গে লক্ষ্মণের সম্বন্ধ, যার ফলে জ্ঞান হয়, "রাম লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ"; জ্ঞানের সঙ্গে ঘটের সম্বন্ধ যার ফলে জ্ঞানটি ঘট-জ্ঞান রূপে প্রতিভাত হয়। এই সমস্ত প্রতীতিই বিশিষ্ট প্রতীতি, অর্থাৎ এমন জ্ঞান, যেখানে একটি পদার্থ বিশেষ্য ও অন্যটি তার বিশেষণ রূপে জ্ঞাত হ'য়েছে। বিশেষ্য ও বিশেষণ পদার্থ দুটির মধ্যে কোন না কোন সম্বন্ধের ফলেই এই রকম বিশিষ্ট-বুদ্ধি সম্ভব হ'য়েছে।

লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, এই সম্বন্ধগুলির মধ্যে কতকগুলি সম্বন্ধ এমন যে, ঐ সম্বন্ধের ফলে সম্বন্ধ পদার্থ দুটি আধার-আধেয় রূপে প্রতিভাত হয়। যেমন, ঘটের সঙ্গে ভূতলের সম্বন্ধের ফলে, ভূতলকে আধার ও ঘটকে আধেয় রূপে আমরা জানি। মস্তকের সঙ্গে কেশের অভাবের সম্বন্ধের দরুণ মস্তককে আধার ও কেশের অভাবকে আধেয় রূপে জানি। কিন্তু দেবদত্তের সঙ্গে ধনের যে সম্বন্ধ, তা দেবদত্তকে আধার ও ধনকে আধেয় রূপে প্রতিপন্ন করেনা। যখন দেবদত্তকে ধনবান্ ব'লে জানি, তখন নিশ্চয়ই আমার এমন প্রতীতি হয়না যে, ঐ ধন দেবদত্তে আছে। আবার রামের সঙ্গে লক্ষ্মণের যে সম্বন্ধ হ'য়েছে তার ফলেও আমার এমন জ্ঞান হয়না যে রাম নামক ব্যক্তি লক্ষ্মণ নামক ব্যক্তির আধার, অর্থাৎ, এই সম্বন্ধ "লক্ষ্মণ রামে আছে" এমন প্রতীতি উৎপন্ন করেনা। জ্ঞানের সঙ্গে ঘটের যে সম্বন্ধ, তাতেও আমরা জ্ঞানকে আধার ও ঘটকে তার আধেয় রূপে জানিনা। প্রথম প্রকারের সম্বন্ধকে ন্যায়-বৈশেষিক 'বৃত্তি-নিয়ামক' সম্বন্ধ বলেন; দ্বিতীয় প্রকারের সম্বন্ধকে বলেন 'বৃত্তি-অনিয়ামক' সম্বন্ধ।

সমবায় সম্বন্ধ থাকে কোথায়?

সমবায় এক রকমের বৃত্তি-নিয়ামক সম্বন্ধ। অবয়বের সঙ্গে অবয়বীর, দ্রব্যের সঙ্গে গুণের, দ্রব্যের সঙ্গে কর্মের, জাতির সঙ্গে ব্যক্তির, নিত্যদ্রব্যের সঙ্গে ঐ দ্রব্যে বিদ্যমান যে বিশেষ, তার সম্বন্ধই সমবায় ব'লে পরিচিত। আমরা দেখব যে এই ক্ষেত্রগুলির প্রত্যেকটিতেই সম্বন্ধ পদার্থ দুটি আধার-

আধেয় ভাবে প্রতিভাত হয়। অবয়বী অবয়বে আছে ব'লে আমাদের বোধ হয়। যেমন, বস্ত্র তন্তুতে আছে ব'লে জানি। গুণ দ্রব্যে আছে ব'লে প্রতীত হয়। যেমন, টেবিলের বাদামী রং টেবিলে আছে ব'লে জানি। কর্ম দ্রব্যে আছে ব'লে জ্ঞাত হয়। যেমন, বলটির গতি বলটিতেই আছে ব'লে প্রতীত হয়। জাতি ব্যক্তিতে আছে ব'লে বোধ হয়। যেমন, মনুষ্যত্ব রাম নামক বিশেষ মানুষে আছে ব'লে প্রতিভাত হয়। বিশেষ নিত্যদ্রব্যে আছে ব'লে প্রতীত হয়। যেমন, একটি পরমাণুর বিশেষ সেই পরমাণুটিতে আছে ব'লে জ্ঞাত হয়।[১] কাজেই সমবায় বৃত্তি-নিয়ামক সম্বন্ধ।

কিন্তু যে-কোন বৃত্তি-নিয়ামক সম্বন্ধই সমবায় নয়। গাছের সঙ্গে পাখীর সম্বন্ধের ফলে আমাদের জ্ঞান হয়, 'গাছে পাখী আছে।' কিন্তু গাছের সঙ্গে পাখীর যে সম্বন্ধ, তা সমবায় সম্বন্ধ নয়। এই সম্বন্ধকে বলে সংযোগ। ন্যায়-বৈশেষিক বলেন যে, সমবায় সম্বন্ধ বৃত্তি-নিয়ামক সম্বন্ধ এবং তা দুটি অ-যুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ। পাখী ও গাছের যে সম্বন্ধ, তা বৃত্তি-নিয়ামক সম্বন্ধ। কিন্তু যেহেতু পাখী ও গাছ, এই দুটি পদার্থ যুত-সিদ্ধ, অযুতসিদ্ধ নয়, সেহেতু তাদের সম্বন্ধ বৃত্তি-নিয়ামক হওয়া সত্ত্বেও সমবায় নয়।

দেখা যাক্, অ-যুতসিদ্ধ পদার্থ বল্‌তে কি বোঝায়। যে দুটি পদার্থ, তাদের উভয়ের সত্তাকালে, আধার-আধেয় ভাবে অবস্থিত না হ'য়ে থাকতে পারেনা, সেই পদার্থ দুটিকে বলে অ-যুতসিদ্ধ। যেমন অবয়ব-অবয়বী, দ্রব্য-গুণ, দ্রব্য-কর্ম, ব্যক্তি-জাতি, নিত্যদ্রব্য-বিশেষ। অবয়ব ও অবয়বী, তাদের সত্তাকালে, আধার-আধেয় ভাবেই অবস্থিত থাকে; অবয়ব হ'চ্ছে আধার, অবয়বী আধেয়। অবয়বী এবং অবয়ব, এদের যতক্ষণ সত্তা আছে ততক্ষণ, আধার-আধেয় ভাবেই থাকে, অর্থাৎ, অবয়বী অবয়বে থাকে। দ্রব্য এবং গুণের সত্তাকালেও তারা আধারাধেয় ভাবাপন্ন হ'য়েই থাকে। যতক্ষণ দ্রব্য ও গুণ দুইয়েরই সত্তা আছে, ততক্ষণ গুণ দ্রব্যেই থাকে। দ্রব্যও কর্ম সম্বন্ধেও সেই একই কথা। যতক্ষণ দ্রব্য এবং তার কর্ম দুই-ই আছে, ততক্ষণ, কর্ম দ্রব্যে থাকে। যতক্ষণ জাতি ও ব্যক্তি দুই-ই আছে, ততক্ষণ জাতি ব্যক্তিতে থাকে। নিত্যদ্রব্য ও বিশেষও সর্বদা আধার-আধেয় ভাবাপন্ন হ'য়েই থাকে। নিত্যদ্রব্য আধার, বিশেষ আধেয়।

প্রশ্ন হ'তে পারে ঃ দুটি ভিন্ন পদার্থের মধ্যেই সম্বন্ধ হ'য়ে থাকে। যদি

---

(১) পরমাণু সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ-গোচর নয়। শাস্ত্রে বলে, শুধু যোগীরাই যোগপ্রভাবে পরমাণু প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যখন একটি পরমাণু যোগীর প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তখন ঐ পরমাণুর ভেদক ধর্ম যে বিশেষ, তা ঐ পরমাণুর

Scanned with CamScanner

দুটি বস্তু না থাকে, তাহ'লে সম্বন্ধের প্রশ্ন ওঠেনা। তথাকথিত অ-যুতসিদ্ধ পদার্থগুলি সত্য সত্যই কি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ? গুণ যখন গুণীকে পরিহার ক'রে অন্যত্র থাকতে পারেনা, তখন গুণ ও গুণীকে পৃথক বস্তু বলা ঠিক হবে কি ? অ-যুতসিদ্ধ ব'লে কথিত অন্যান্য যুগ্ম পদার্থগুলি সম্বন্ধেও ওই একই প্রশ্ন। দ্রব্য-কর্ম, ব্যক্তি-জাতি, নিত্যদ্রব্য-বিশেষ, অবয়ব-অবয়বী—এরা কি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ?

ন্যায়-বৈশেষিক বলবেন, অবশ্যই এরা আলাদা আলাদা পদার্থ। আমাদের দ্রব্য-বুদ্ধি ও গুণ-বুদ্ধি ভিন্ন; কাজেই দ্রব্য ও গুণ ভিন্ন। একই যুক্তিতে অন্যান্য যুগ্ম পদার্থগুলিও তাদের অপৃথকসিদ্ধি সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন বলেই সিদ্ধ হবে। অতএব সমবায় সম্বন্ধ দুটি ভিন্ন পদার্থের সম্বন্ধ; এই সম্বন্ধের অনুযোগী ও প্রতিযোগী ভিন্ন পদার্থ, অথচ ঐ অনুযোগী ও প্রতিযোগী, তাদের উভয়ের সত্তাকালে, আধার-আধেয় ভাবাপন্ন হ'য়েই থাকে।[১]

একটি গাছ ও সেই গাছে যে পাখী ব'সে আছে, তাদের সম্বন্ধ কিন্তু এমন নয়। গাছের সঙ্গে পাখীটি সংযুক্ত হওয়ার আগে, গাছ ও পাখীটি পৃথক ভাবে ছিল; পাখীটি গাছ থেকে উড়ে গেলে, আবার তারা পৃথক ভাবেই থাকবে। গাছ ও পাখীর মত যে দুটি পদার্থ, তাদের সত্তাকালে বিচ্ছিন্ন ভাবেও থাকতে পারে, তাদেকে বলে যুতসিদ্ধ পদার্থ। যুতসিদ্ধ দুটি পদার্থ আধার-আধেয় রূপে সম্বন্ধ হ'লেও, তাদের সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয়না। যদি অযুতসিদ্ধ দুটি পদার্থ আধার-আধেয় রূপে সম্বন্ধ হ'য়ে 'এটা এটাতে আছে', এই রকম জ্ঞান উৎপন্ন করে, শুধু তাহ'লেই সেই সম্বন্ধকে বলে সমবায় সম্বন্ধ।

এই সমবায় সম্বন্ধ সর্বত্রই এক, সম্বন্ধীভেদে ভিন্ন ভিন্ন নয়। গোত্ব ও একটি বিশেষ গরুর মধ্যে যে সমবায় পদার্থ সম্বন্ধরূপে বর্ত্তমান, সেই একই সমবায় মনুষ্যত্ব ও একটি মানুষের মধ্যেও সম্বন্ধরূপে বর্ত্তমান। কিন্তু কেন এমন কথা মানা হ'চ্ছে ? সম্বন্ধী ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সম্বন্ধ কেন এক হবে ? উত্তর হ'ল ঃ সমবায় এক, কারণ, সমবায় সম্বন্ধ সর্বত্র একই রকমের প্রতীতি উৎপন্ন করে। সেই প্রতীতি হ'চ্ছে 'ইহ' প্রতীতি, অর্থাৎ, 'এটা এটাতে আছে', এই রকমের জ্ঞান। তন্তু ও পটের সম্বন্ধ সমবায়; আমাদের জ্ঞান হয়ঃ 'এই

---

(১) যেমন, গুণ ও গুণী—এদের একটি গুণ পদার্থ, অপরটি দ্রব্য পদার্থ। প্রতিযোগী ও অনুযোগী রূপে এই, দুইটির পৃথক্ত প্রমাণিত। কিন্তু গুণ, তার সত্তাকালে, গুণীকে অর্থাৎ দ্রব্যকে পরিহার ক'রে অন্য আশ্রয়ে বিদ্যমান—এমন দেখা যায়না। গুণ যতক্ষণ আছে, দ্রব্যে আশ্রিত হ'য়েই আছে।

Scanned with CamScanner

তন্তুতে পট আছে'। পটের সঙ্গে তার শুক্ল বর্ণের সমবায় সম্বন্ধ; সেক্ষেত্রেও আমাদের জ্ঞান হয়ঃ "এই পটে শুক্ল গুণ আছে।" সমবায় সর্বত্র এই একই রকম তদ্গত বুদ্ধি উৎপন্ন করে ব'লে সমবায়কে এক বলা হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমবায় মানলে, গৌরব দোষ হয়। সমবায়কে এক মেনে যদি আমরা আমাদের অনুভবের যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারি, তাহ'লে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা সমবায় মানা দোষনীয় হবে।

অবশ্য, সমবায়কে এক বললে, অসুবিধেও কিছু আছে। সমবায় এক হ'লে, রূপ-সমবায় অর্থাৎ যে সমবায় সম্বন্ধের প্রতিযোগী রূপ এবং স্পর্শ-সমবায় অর্থাৎ যে সমবায় সম্বন্ধের প্রতিযোগী স্পর্শ, তারাও এক বল্‌তে হবে। এখন, বায়ুতে স্পর্শ-সমবায় আছে।[১] যেহেতু স্পর্শ-সমবায় ও রূপ-সমবায় এক, তাই বল্‌তে হবে যে, বায়ুতে রূপ-সমবায়ও আছে। তাহ'লে, বায়ুতে রূপ প্রত্যক্ষ হয়না কেন? উত্তর হ'চ্ছেঃ বায়ুতে রূপ-সমবায় থাকলেও, রূপ নেই। কাজেই রূপের প্রত্যক্ষ হয়না। রূপ-সমবায় থাকলেই রূপ থাকবে, এমন কথা নয়। কারণ, রূপ ও রূপ-সমবায় এক বস্তু নয়। বায়ুতে প্রতীয়মান যে সমবায়-সম্বন্ধ, তার প্রতিযোগী হ'চ্ছে স্পর্শ। অতএব তা স্পর্শ-প্রতিযোগিকত্ব বিশিষ্ট, কিন্তু রূপ-প্রতিযোগিকত্ব বিশিষ্ট নয়। যে সমবায় রূপ-প্রতিযোগিকত্ব বিশিষ্ট নয়, তার অনুযোগী রূপের আধার ব'লে পরিগণিত হ'তে পারেনা। বায়ুতে যে সমবায় আছে, তার প্রতিযোগী স্পর্শ। সুতরাং তা স্পর্শ-প্রতিযোগিকত্ব বিশিষ্ট। ফলে, তার অনুযোগী, অর্থাৎ বায়ু, স্পর্শের আধার ব'লেই প্রতীত হয়।[২]

---

(১) স্পর্শ বায়ুর বিশেষ গুণ। গুণ দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। অতএব বলতে হবে, বায়ুতে স্পর্শ গুণ সমবায় সম্বন্ধে আছে। এই সমবায় সম্বন্ধের অনুযোগী হ'চ্ছে বায়ু ও প্রতিযোগী হ'চ্ছে স্পর্শ। সেজন্য একে স্পর্শ-সমবায় বলা হয়।

(২) রঘুনাথ কিন্তু এমত মানেন না। তিনি বলেন, সম্বন্ধ-সত্তাই সম্বন্ধীর সত্তার নিয়ামক। রূপ-সমবায় অর্থাৎ রূপের সম্বন্ধ বায়ুতে থাকলে, বায়ু ও রূপের আধার-আধেয় ভাব প্রতীত না হ'য়ে পারেনা। এইজন্য তিনি বলেন, রূপ-সমবায় ও স্পর্শ-সমবায় অভিন্ন নয়। রঘুনাথ প্রতিযোগীর ভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন সমবায় স্বীকার করেছেন। এই ব্যাপারে তাঁর মতের সঙ্গে প্রাভাকর মীমাংসকদের মতের মিল আছে। প্রাভাকর সম্প্রদায়ও অযুতসিদ্ধ দুটি পদার্থের সম্বন্ধকে সমবায় বলেছেন। কিন্তু বলেছেন, সমবায় এক নয়, নানা।

অনুগত সমবেত বুদ্ধিকে ব্যাখ্যা করার জন্য রঘুনাথ সমবায়ত্ব নামে এক অখণ্ড ধর্ম স্বীকার করেছেন, যা সকল সমবায়ে আছে।

সমবায় শুধু এক নয়, নিত্যও। এই সম্বন্ধ এক হ'লে, তা যে নিত্যও হবে, সেকথা সহজেই বোঝা যায়। আকাশ নিত্য দ্রব্য। আকাশে আছে যে দ্রব্যত্ব জাতি, তাও নিত্য। আকাশের সঙ্গে দ্রব্যত্বের যে সম্বন্ধ তারও উৎপত্তি বা বিনাশ নেই, অর্থাৎ তা নিত্য। সেই সম্বন্ধই তো টেবিল ও তার বাদামী রং এর সম্বন্ধ। তাহ'লে সে সম্বন্ধও নিত্য না হ'য়ে পারেনা।

কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এই সম্বন্ধের নিত্যতা আমাদের কাছে, কোন কোন জায়গায়, অভাবনীয় ব'লে মনে হয়। ঘট এবং ঘটের লাল রং দুটোই যখন অনিত্য, তখন তাদের সম্বন্ধটি কি ক'রে নিত্য হবে ? বলা হয়, সম্বন্ধীর বিনাশে সমবায়ের জ্ঞান-সামগ্রীর বিনাশ হয়, সমবায় বিনষ্ট হয়না। সমবায় বিনষ্ট হ'লে, তাকে অনিত্য বল্‌তে হবে। অনিত্য ভাব পদার্থ মাত্রই কার্য্য এবং এই কার্য্যের একটি সমবায়িকারণ থাকতে বাধ্য। কিন্তু সমবায়ের সমবায়িকারণ কি ? দেখানো যাবে যে সমবায়ের কোন সম্বন্ধীই এই সমবায়িকারণ হ'তে পারেনা। সমবায়িকারণে তার কার্য্য সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু সমবায় তার সম্বন্ধী, অনুযোগী বা প্রতিযোগী, কোনটিতেই সমবায়-সম্বন্ধে থাকেনা। থাকে বললে, অনবস্থা দোষ হবে। একটি গরু ও গোত্বের সম্বন্ধ যে সমবায়, তা যদি অনুযোগী গরুটিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহ'লে সেই দ্বিতীয় সমবায়টিও তার অনুযোগীর সঙ্গে সম্বন্ধ হবার জন্য তৃতীয় আর একটি সমবায়ের অপেক্ষা করবে, তৃতীয়টি আবার চতুর্থ সমবায়ের অপেক্ষা করবে, এইভাবে অনবস্থা দোষ হবে। গরু ও গোত্বের যে সমবায়, তা প্রতিযোগী গোত্বে সমবায় সম্বন্ধে থাকে বললেও ঐ একই অনবস্থা দোষের সম্মুখীন হ'তে হবে। কাজেই বলা হয়, সমবায় তার কোন সম্বন্ধীতেই সমবায়-সম্বন্ধে থাকেনা। অতএব কোন সম্বন্ধীই তার সমবায়িকারণ হ'তে পারেনা।

সমবায়ের যে সমবায়িকারণ থাকতে পারেনা, তার পক্ষে আরও যুক্তি দেওয়া যায়। গুণে গুণত্ব জাতি আছে। গুণ ও গুণত্বের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের সমবায়িকারণ কি হবে ? দ্রব্য পদার্থ ছাড়া অন্য কোন পদার্থ যে সমবায়িকারণ হয়না, তা আমরা দেখে এসেছি। কাজেই গুণ ও গুণত্ব, এই দুটি পদার্থের কোনটিই তাদের মধ্যকার সমবায় সম্বন্ধের সমবায়িকারণ হ'তে পারেনা।

সমবায়িকারণ না থাকাতে, সমবায় কার্য্য হ'তে পারেনা, অতএব অনিত্যও হ'তে পারেনা।

কিন্তু সমবায় যদি তার অনুযোগী ও প্রতিযোগীতে সমবায় সম্বন্ধে না

Scanned with CamScanner

থাকে, তাহ'লে অনুযোগী ও প্রতিযোগীর সঙ্গে সমবায়ের যে সম্বন্ধ, তা কি সম্বন্ধ ? ন্যায়-বৈশেষিক বলেন যে, এই সম্বন্ধ স্বরূপ-সম্বন্ধ। স্বরূপ-সম্বন্ধ তাকেই বলে, যেখানে সম্বন্ধী পদার্থ দুটির যে কোন একটির স্বরূপই সম্বন্ধ রূপে কাজ করে। সমবায়ের স্বরূপটিই তার অনুযোগী ও প্রতি-যোগীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ ঘটায়।

সমবায় ও সংযোগ

আমরা আগে দেখিয়ে এসেছি যে, দুই পদার্থের মাঝে সমবায় সম্বন্ধ থাকলে, তারা আধার-আধেয় ভাবে প্রতীত হয়। সংযোগ সম্বন্ধ থাকলেও, দুটি বস্তু অনেক ক্ষেত্রে আধার-আধেয় ভাবে জ্ঞাত হয়। কিন্তু সংযোগ সর্বদাই যে বৃত্তি-নিয়ামক হয়, এমন নয়। দুটি পরমাণুর সংযোগ হয়। কিন্তু সেখানে একটি পরমাণু আধার, অন্যটি আধেয়, এমন ভাবে প্রতীত হয়না। আমার দুটি করতল সংযুক্ত ক'রে, যখন আমি নমস্কার করছি, তখন করতল দুটির সংযোগ আছে, কিন্তু তারা আধার-আধেয় ভাবে প্রতীত হয়না। সমবায় সম্বন্ধ কিন্তু সর্বদাই বৃত্তি-নিয়ামক।

সংযোগ সম্বন্ধ একটি দ্রব্যের সঙ্গে আর একটি দ্রব্যেরই হয়। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধী যে সব সময় দুটি দ্রব্যই হবে, এমন নিয়ম নেই। তন্তু ও পট, দুটিই দ্রব্য। এদের সম্বন্ধ সমবায়। আবার পট ও পটরূপ, এদের প্রথমটি দ্রব্য, দ্বিতীয়টি গুণ। তা সত্ত্বেও এদের সম্বন্ধ সমবায়। আবার একটি গুণ ও গুণত্ব জাতি, এই সম্বন্ধী দুটির একটিও দ্রব্য নয়, কিন্তু এদের সম্বন্ধও সমবায়।

আগেই ব'লেছি, সংযোগ-সম্বন্ধের সম্বন্ধী দ্রব্য দুটি যুতসিদ্ধ পদার্থ। সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধী দুটি অযুতসিদ্ধ পদার্থ।

সমবায় এক ও নিত্য। সংযোগ বহু ও অনিত্য। টেবিলের সঙ্গে বইয়ের সংযোগ ও ভূতলের সঙ্গে ঘটের সংযোগ, দুটি ভিন্ন সংযোগ। প্রত্যেকটি সং-যোগই এক বিশেষ সময়ে উৎপন্ন হয়, ও এক বিশেষ সময়ে বিনষ্ট হয়।

সমবায় একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। কিন্তু সংযোগ 'গুণ' পদার্থের অন্তর্গত। আমরা যে চব্বিশটি গুণের কথা ব'লে এসেছি, সংযোগ তাদেরই একটি। সংযোগ গুণ বলেই সংযোগী দ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু সমবায় তার অনুযোগী ও প্রতিযোগীর সাঙ্গ যুক্ত হবার জন্য অন্য সম্বন্ধের অপেক্ষা করেনা; তা তার নিজের স্বরূপের দ্বারাই অনুযোগী ও প্রতিযোগীর সঙ্গে

Scanned with CamScanner

যুক্ত হয়। সমবায় তার স্বরূপের দ্বারাই অনুযোগী ও প্রতিযোগীর সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারে, কারণ, সমবায় সম্বন্ধ-রূপ পদার্থ। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত বিভিন্ন সম্বন্ধের মধ্যে একমাত্র সমবায়ই সম্বন্ধ-রূপ পদার্থ।

সমবায় সম্বন্ধ ও স্বরূপ সম্বন্ধ

স্বরূপ-সম্বন্ধ অনুযোগী ও প্রতিযোগী থেকে ভিন্ন কোন পদার্থ নয়। স্বরূপ-সম্বন্ধের ক্ষেত্রে, হয় অনুযোগীর স্বরূপ অথবা প্রতিযোগীর স্বরূপই সম্বন্ধ রূপে কাজ করে। যেমন, ভূতলের সঙ্গে ঘটাভাবের সম্বন্ধের ঘটক ভূতলের তৎকালীন স্বরূপটিই।[১] ভূতল ও ঘটাভাবের অতিরিক্ত কোন পদার্থ এই সম্বন্ধ নয়। আবার সমবায়ের সঙ্গে তার অনুযোগী বা প্রতিযোগীর যে-সম্বন্ধ, তাও স্বরূপ-সম্বন্ধ। সমবায়ের স্বরূপই এই সম্বন্ধ।

কিন্তু সমবায়-সম্বন্ধ তার অনুযোগী ও প্রতিযোগী থেকে ভিন্ন পদার্থ। টেবিল ও তার বাদামী রং এর যে সম্বন্ধ, তা টেবিল ও বাদামী রং থেকে ভিন্ন পদার্থ।

স্বরূপ-সম্বন্ধ নিত্যও হ'তে পারে, অনিত্যও হ'তে পারে। বস্তুর যে স্বরূপটি সম্বন্ধ রূপে কাজ করছে, তা যদি নিত্য হয়, তাহ'লে স্বরূপ-সম্বন্ধটি নিত্য, যদি অনিত্য হয়, তাহ'লে সম্বন্ধটি অনিত্য। আকাশে রূপের অভাব আছে। আকাশের সঙ্গে রূপাভাবের যে সম্বন্ধ, তা স্বরূপ-সম্বন্ধ। আকাশের স্বরূপটিই এই সম্বন্ধ। আকাশের স্বরূপ নিত্য। কাজেই এ ক্ষেত্রে স্বরূপ সম্বন্ধটিও নিত্য। ভূতলে যখন ঘটের অভাব আছে, তখন ভূতল ও ঘটাভাবের সম্বন্ধ স্বরূপ-সম্বন্ধ। ভূতলের তৎকালীন অর্থাৎ প্রতিযোগী ঘটের অনুপ-স্থিতি কালীন স্বরূপই এই সম্বন্ধ। এই স্বরূপটি নিত্য নয়, কারণ, ভূতলে ঘট এনে রাখলেই এই স্বরূপ বিনষ্ট হয়। সুতরাং এই স্বরূপ সম্বন্ধটি অনিত্য। কিন্তু সমবায়-সম্বন্ধ নিত্য।

সমবায় স্বীকারের যুক্তি

নৈয়ায়িক বলেন, সমবায় প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। আমরা ঘট প্রত্যক্ষ করি, ঘটের লাল রং প্রত্যক্ষ করি এবং এদের সম্বন্ধকেও ঘট এবং লাল রং থেকে পৃথক

---

(১) পরের পরিচ্ছেদে অভাবের সঙ্গে অধিকরণের সম্বন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে। সে আলোচনা দেখ।

Scanned with CamScanner

বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ করি। ঘটের সঙ্গে চোখের সংযোগ সন্নিকর্ষ, লাল রং এর সঙ্গে সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ, এবং সমবায়ের সঙ্গে সংযুক্ত-বিশেষণতা সন্নিকর্ষের ফলে, ঘট, তার লাল রং ও তাদের সমবায়-সম্বন্ধ, এই তিন পদার্থেরই প্রত্যক্ষ হয়। অবশ্য, মনে রাখতে হবে, যেখানে সম্বন্ধীদ্বয় প্রত্যক্ষ-যোগ্য, সেখানেই সমবায়ের প্রত্যক্ষ নৈয়ায়িক স্বীকার করেন। বৈশেষিক মতে, সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয়না, তা অনুমান-সিদ্ধ। সম্বন্ধ-প্রত্যক্ষের প্রতি সম্বন্ধীর অর্থাৎ সম্বন্ধের আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ কারণ। সমবায় এক ব'লে স্বীকৃত হওয়ায়, এই সম্বন্ধের সম্বন্ধী অসংখ্য। এই অসংখ্য সম্বন্ধীর প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই বল্‌তে হবে, সমবায়ও অপ্রত্যক্ষ। সমবায় সিদ্ধ হয় অনুমানের দ্বারা। অনুমানটি হ'চ্ছে এই ঃ যদি দুটি পদার্থ আধার-আধেয় ভাবে প্রতীত হয়, তাহ'লে তাদের মধ্যে একটি সম্বন্ধও থাকে, যেমন, কুণ্ড ও বদরের আধার-আধেয় ভাব প্রতীত হয় এবং তাদের মধ্যে একটি সম্বন্ধও আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই সম্বন্ধ কুণ্ড-অনুযোগিক এবং বদর-প্রতিযোগিক সংযোগ সম্বন্ধ। "কুণ্ডে বদর" প্রতীতির মত "তন্তুতে পট" বা "ঘটে শুক্লবর্ণ", এই প্রতীতির ক্ষেত্রে ঘট আধার, শুক্লবর্ণ আধেয়। অতএব এই ক্ষেত্রগুলিতেও আধার-আধেয়ভাব প্রতীতির নিয়ামক রূপে তন্তু ও পট, ঘট ও শুক্লবর্ণের মধ্যে একটি সম্বন্ধ বিশেষ স্বীকার করা আবশ্যক। এই সম্বন্ধ সংযোগ হ'তে পারেনা। তন্তু হ'চ্ছে অবয়ব এবং পট হ'চ্ছে অবয়বী। অবয়ব এবং অবয়বী অযুতসিদ্ধ পদার্থ। সংযোগ যুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়েরই সম্বন্ধ। ঘট ও তার শুক্লবর্ণের সম্বন্ধও সংযোগ হ'তে পারেনা। সংযোগ সম্বন্ধ দুটি দ্রব্যের মধ্যেই হয়। ঘট দ্রব্য পদার্থ, কিন্তু শুক্লবর্ণ গুণ পদার্থ। সুতরাং এদের সম্বন্ধ সংযোগ হ'তে পারেনা। এই সম্বন্ধ যে কালিক, দৈশিক, বিষয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধ নয়, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। প্রতিপক্ষ বল্‌তে পারেন ঃ এই সম্বন্ধকে স্বরূপ-সম্বন্ধ বলা যাক্। স্বরূপ সম্বন্ধ অনুযোগী ও প্রতিযোগী থেকে ভিন্ন কোন পদার্থ নয়। কাজেই তন্তু ও পট, ঘট ও তার শুক্লবর্ণের সম্বন্ধটিকে স্বরূপ-সম্বন্ধ বললে আমাদের লাঘব হয়। কিন্তু বৈশেষিক দার্শনিক বলেন, সম্বন্ধটিকে যদি সমবায় বলি, তবেই লাঘব হয়, স্বরূপ-সম্বন্ধ বললে, লাঘব হয়না। তন্তু ও পটের সম্বন্ধ যদি স্বরূপ সম্বন্ধ হয়, তাহ'লে তা হয় তন্তু-স্বরূপ অথবা পট-স্বরূপ হবে। ধরা যাক্ তা তন্তু-স্বরূপ। অনুরূপ যুক্তিতে বল্‌তে হবে, ঘট ও কপালের সম্বন্ধ কপাল-স্বরূপ, বৃক্ষ ও শাখার সম্বন্ধ শাখা-স্বরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার ঘট ও তার শুক্লবর্ণের ক্ষেত্রে সম্বন্ধটি যদি ঘট-স্বরূপ হয়, তাহ'লে অনুরূপ যুক্তিতে বলতে হবে, টেবিল ও তার বাদামী রং এর সম্বন্ধটি টেবিল-স্বরূপ, বস্ত্র ও

Scanned with CamScanner

তার লাল রং এর সম্বন্ধটি বস্ত্রস্বরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে অনুযোগী ও প্রতিযোগী ভেদে প্রতি ব্যক্তিতে সম্বন্ধত্ব কল্পনায় গৌরব দোষ হয়। তার চাইতে এই ধরণের সকল বিশিষ্ট বুদ্ধির ক্ষেত্রে সম্বন্ধটিকে সমবায় বললে লাঘব হয়; কারণ সমবায় নিত্য এবং এক।[১] এইভাবে বৈশেষিক যুক্তির দ্বারা সমবায় ব'লে একটি সম্বন্ধ-রূপ পদার্থের সিদ্ধি করেন।[২]

Scanned with CamScanner